ইসলামী দা'ওয়া ও প্রচলিত তাবলীগ জামা'আত ঃ একটি পর্যালোচনা

সাইফুল ইসলাম * মোঃ শেখ ফরিদ *

সারসংক্ষেপ ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে (আ.) দিকনির্দেশনাসহ প্রেরণ করেছেন মানুষকে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করানো ও তাঁর পথে আহবান জানানো তথা দা'ওয়াত দেয়ার জন্য। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর যেহেতু আর কোনো নবী আসবেন না, তাই মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার দায়িত্ব তাঁর উম্মতের ওপর বর্তিয়েছে, বিশেষ করে উম্মতের আলিম সমাজের ওপর এ দায়িত্ব বর্তেছে। কারণ আলিমগণ হলেন নবীর ওয়ারিস তথা উত্তরসূরী। আলিম সমাজও নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এ প্রবন্ধে দা'ওয়া পরিচিতি, দা'ওয়াতী কাজে আলিম সমাজের ভূমিকা এবং তাবলীগ জামা'আতের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হবে।

সূচক শব্দ ঃ জামা'আত, আলিম, দা'ওয়া, তাবলীগ, দায়িত্ব, প্রচার, ইসলাম, সমালোচনা

ভূমিকা

দীনের দা'ওয়া অন্যতম সৎ কাজ। স্বভাবগতভাবেই মানুষ একে অপরকে বিভিন্ন দিকে আহবান করে থাকে। সে ক্ষেত্রে যদি ভালোর দিকে আহবান করা না হয়, তখন মন্দের দিকে চলে যায় সে আহবান। যেমন– নামাজের দিকে আহবান করার নজির যেমন আছে, তেমনি বেহায়াপণা, মাদকগ্রহণ ও সন্ত্রাসের দিকে আহবানের নজিরও কম নয়। আল্লাহ বলেন,

وَيَاقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ

"হে আমার জাতি, ব্যাপার কী! আমি তোমাদেরকে আহবান করি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে আহবান কর জাহান্নামের দিকে" (আল-কুরআন, ৪০:৪১)। মুসা (আঃ) স্বজাতিকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে থাকলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে গো বৎসের পূজার দিকে আহবান করা হয়েছিল। তাই মানুষের দায়িত্ব অন্য মানুষকে ভালোর দিকে, সৎ পথ তথা আল্লাহর দিকে আহবান করা।

সাহিত্য পর্যালোচনা

দা'ওয়া ও তাবলীগ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হওয়ায় এটি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে ও হচ্ছে। তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার 'মালফুজাত, মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ)-এর নীতি কথা' বইয়ে তাবলীগের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবির 'মাওলানা ইলিয়াস রহ. এবং দা'ওয়াত ও তাবলীগ' বইয়ে তাবলীগ জামা'আতের নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে। ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারীর 'ইসলামী দাওয়াহ : স্বরূপ ও প্রয়োগ' বইয়ে দা'ওয়াহ ও এর কর্মকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিনের 'ইসলামী দাওয়া ও তাবলীগ জামাত : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বইয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাবলীগ জামা'আতের প্রচারের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এসব বই ও বিভিন্ন প্রবন্ধে তাবলীগ জামা'আতের প্রশংসা, গুণকীর্তণ ও নিয়মনীতি

* প্রভাষক (ইসলামিক স্টাডিজ), এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্ণিত হলেও এর সমালোচনা প্রয়োজনীয় সংস্কারের পরামর্শ থেকেছে অনুপস্থিত। বর্তমান প্রবন্ধে সীমিত পর্যায়ে আলিম সমাজ ও তাবলীগ জামা'আতের সমালোচনা ও সংস্কারের প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি কুরআন, হাদীস ও দায়ী-মুসলিম মণীষীদের মতামতের আলোকে তথা গুনাত্মক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সমসাময়িক কিছু বিষয়াবলীকে সামনে রেখে ইসলামী দা'ওয়াহ, প্রচলিত তাবলীগ জামা'আত ও আলিম সমাজের ভূমিকা-কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা

দা'ওয়া ও তাবলীগ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হওয়ায় এটির পর্যালোচনা এবং তাবলীগ জামা'আত বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বের অন্যতম আলোচিত দা'ওয়া গ্রুপ হওয়ায় এর কার্যক্রম, সমালোচনা ও সংস্কার নিয়ে আলোচনার যৌক্তিকতা রয়েছে।

দা'ওয়া ও তাবলীগের পরিচয়

মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান ও ধর্মমুখী করার কাজটি বোঝাতে কোরআনে অনেকগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে দা'ওয়া, তাবলীগ, ইনজার, তাজকির, তাবশির উল্লেখযোগ্য। তবে দা'ওয়া বোঝানোর জন্য দা'ওয়া এবং তাবলীগ শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

দা'ওয়া শব্দটি আরবি دعوة শব্দ থেকে এসেছে, যার মূলধাতু د-ع-و বহুবচন دعوات। অর্থ আহবান, নিমন্ত্রণ, দাবি, মামলা, মোকাদ্দমা (আল-আফরীকী, ১৯৫৬)। আল-কুরআনে দা'ওয়া শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ১. আহবান করা: কোনো মত বা পথের দিকে কাউকে আমন্ত্রণ জানানো। আল্লাহ বলেন,

وَيَاقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ

"হে আমার জাতি, ব্যাপার কী। আমি তোমাদেরকে আহবান করি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে আহবান কর জাহান্নামের দিকে"।

২. প্রার্থনা করা। যেমন- আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"যখন আমার বান্দা আমার বিষয়ে আপনাকে (রাসূল) প্রশ্ন করে বস্তুত, আমি তো রয়েছি অতি সন্নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার জবাব দেই, যখন সে আমার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে" (আল-কুরআন, ২:১৮৬)।

৩. ডাক দেয়া। যেমন- কোরআনে এসেছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ الأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

"তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে ওঠার জন্য তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে" (আল-কুরআন, ৩০:২৫)। এছাড়া আমন্ত্রণ জানানো, সাহায্য চাওয়া অর্থেও দা'ওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজিতে দা'ওয়ার অর্থ হয় missionary activities, propaganda, propaganda of tenet etc (Hanswehr, 1976: 283).

তাবলীগ শব্দটির আরবি تبليغ যার মূলধাতু ب-ل-غ এর অর্থ পৌঁছে দেয়া; to preach, to reach out, etc. আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"হে রাসূল (সাঃ), পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আপনি যদি এমনটি না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের পথ প্রদর্শন করেন না" (আল-কুরআন, ৫:৬৭)। পবিত্র কালামুল্লাহতে তাবলীগ মূলধাতুগত শব্দটি অন্তত ২৬ বার এসেছে (আন্ওয়ারী, ২০০৯) ইসলাম প্রচার ও দা'ওয়া অর্থ বোঝানোর জন্য। যেমন- নবীগণের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

"যারা আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন এবং তাকে ভয় করতেন, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না এবং হিসাব গ্রহণ করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট" (আল-কুরআন, ৩৩:৩৯)।

আল-কুরআনে দা'ওয়া বোঝানোর ক্ষেত্রে তাবলীগ ও দা'ওয়ার পাশাপাশি ব্যবহৃত ইনজার শব্দের অর্থ সতর্ক করা ও আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখানো, তাজকির অর্থ স্মরণ করানো ও নসিহত করা এবং তাবশির শব্দের অর্থ সুসংবাদ দেয়া। যেমন- আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

"হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি" (আল-কুরআন, ৩৩:৪৫)।

পরিভাষায় ঃ কৌশলগতভাবে কার্যকর পন্থা ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে সৎ কাজ, দ্বীন তথা ইসলামের পথে কাউকে আহবান করাকেই ইসলামী দা'ওয়া বলা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব ওয়াহিদ হাসিমে ২০১৫ সালে একটি সেমিনারে উপস্থাপিত পেপারে দা'ওয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

`Dawah is about conveying the message of Allah to mankind which has remained a core task of almost all the messengers and prophets of Allah Almighty. The purpose of Dawah is to act as a reminder to all the humans living on earth and has the potential to transform the human spirit of living to act in a righteous way – eyeing on this world as well as the life after death. The Muslim scriptures focus on oneness of Allah Almighty. The significant objective of life is to do the righteous deeds' (Kashif, 2015: D3).

ড. আব্দুল খালেক পীরযাদাহ দা'ওয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

ان كلمة الدعوة تعني المحاولة العملية او القولية ل ما لة الناس الي شيء

"কথা বা কাজের মাধ্যমে মানুষকে কোনো বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করাকে দা'ওয়া বলে" (জামাল উদ্দিন, ২০০৬: ২৬)।

দা'ওয়ার খুবই প্রসিদ্ধ একটি সংজ্ঞা:

الدعوة إلى الله: هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه

"আল্লাহর দিকে আহবানের অর্থ হলো ঈমানের দিকে আহ্বান এবং যা কিছু আল্লাহর রাসূলগণ (আ.) নিয়ে এসেছেন সেগুলোর ওপর বিশ্বাসের দিকে ডাকা, তাঁরা যা কিছুর খবর দেন তার সত্যতা প্রতিপাদন করা এবং যে আদেশ করেন তার অনুসরণ করা। এভাবে দা'ওয়ার অন্তর্ভূক্ত ঈমানের সাক্ষ্য দেয়া ও সালাত কায়েম করা এবং যাকাত আদায় করা, রমজান মাসের রোজা রাখা ও হজ করা। একইসঙ্গে দা'ওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, প্রেরিতে কিতাব, রাসূলগণ (সাঃ) ও মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের প্রতি ঈমানের আহ্বান করা। এর বাইরে ভালো ও মন্দ তাকদিরের প্রতি ঈমান এবং এভাবে ইবাদত করা যেন বান্দা তার পালনকর্তাকে দেখছে– এর প্রতি আহ্বানও দা'ওয়ার অন্তর্ভূক্ত" (আল-বাগাভী, ১৯৯০: ২৮৪)।

দা'ওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত

প্রতিটি জাতিকে হেদায়েত তথা সৎ পথে, আল্লাহ নির্দেশিত জীবন বিধানের প্রতি আহবান জানানোর জন্য প্রতিটি জাতির প্রতি যুগে যুগে নবী-রাসূল (আ.) পাঠিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

"আর আমি প্রতিটি জাতির জন্য একজন করে রাসূল (আ.) প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূত (তাগূতের অভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী, দুষ্কৃতির মূলবস্তু এবং যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। শয়তান, কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ তাগূতের অন্তর্ভূক্ত: সিরাজুল হক ও অন্যান্য, ২০০৭: ৬৬) থেকে দূরে থাক। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। অতএব, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছে" (আল-কুরআন, ১৬:৩৬)।

নবী-রাসূল (আ.) পাঠিয়ে বান্দাকে আল্লাহর পথের দিশা দেয়ার ধারার শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁর পরে আর কোন নবী দুনিয়াতে আসবেন না। আল্লাহ বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন; কিন্তু তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং সর্বশেষ নবী" (আল-কুরআন, ৩৩:৪০)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদিস:

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي

"সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং দেবদেবীর পূজা করে। আর অতিসত্বর আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকে নিজেকে নবী দাবি করবে। আর আমি হলাম শেষ নবী। আমার পরে কোন নবী নেই" (তিরমিযী, আস-সুনান, ১৯৯৭ : ৫৪৪)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পর আর কোন নবী যেহেতু আসবে না, তাই আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করা তথা দা'ওয়ার কাজ কিয়ামত পর্যন্ত কে চালিয়ে যাবে ? শেষ নবীর উম্মত হিসেবে এ দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ওপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদের বের করা হয়েছে মানুষের (কল্যাণের) জন্য। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে। আর আহলে

কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী" (আল-কুরআন, ৩:১১০)। আল্লাহ আরও বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম" (আল-কুরআন, ৩:১০৪)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان

"আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ হতে দেখলে সে যেন তা নিজ হাতে পরিবর্তন (প্রতিহত) করে দেয়। যদি তা করার সামর্থ্য না থাকে তবে মুখ দ্বারা পরিবর্তন (নিষেধ) করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা পরিবর্তন তথা ঘৃণা করবে। আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক" (নববী, ২০০৮: ১৪২)। এভাবেই নবীর দায়িত্ব সমূহের প্রধানতমটিকে শেষ যামানার উম্মতের ওপর অর্পণ করার মাধ্যমে তাদের সম্মানীত করা হয়েছে এবং দা'ওয়ার কাজকে চলমান রাখা হয়েছে।

ইসলামই একমাত্র ধর্মবিশ্বাস যেখানে দীনের দা'ওয়া তথা প্রচারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট বিধান ঘোষণার পাশাপাশি নবী (সাঃ) নিজের জীবনে তা পালন করে উদাহরণ তৈরি করে গেছেন। উল্লেখ্য, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় দুনিয়াতে দুই ধরনের ধর্ম ছিল দা'ওয়া-তাবলীগী বা অন্যদের আহবানকারী ধর্ম এবং দা'ওয়াহীন। দা'ওয়া তথা তাবলীগী ধর্ম ছিল খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং দা'ওয়াহীন ছিল ইহুদি, পৌত্তলিক ও অগ্নিপূজাবাদ। যেসব ধর্মে দা'ওয়া-তাবলীগের বিধান নেই তা সম্ভবত এজন্য যে, তাদের মতে কেবল জন্মসূত্রে এ ধর্ম পেতে হয়, এটি অর্জন করার মতো নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, তারা নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসকে এত বেশি পূত-পবিত্র মনে করে, অন্যরা যার যোগ্যতাই রাখে না এবং তাদের অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে নিজেদের ধর্ম কলুষিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তাদের মধ্যে রয়েছে (মুনশী, ২০১৮: ৯)। বিপরীতে ইসলাম তেমনটি নয়। ইসলাম মনে করে প্রতিটি মানুষ এক আদমের সন্তান আর আদমকে (আঃ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম আরও মনে করে, প্রতিটি মানুষ দীনে ফিতরাত তথা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে এবং পরে তাদের পিতামাতা তাদের ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী বানায়। আল্লাহ বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

"তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের ওপর অধিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত-সুদৃঢ় ধর্ম; কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ জানে না" (আল-কুরআন, ৩০:৩০)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

"আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কোন মানবশিশুই ফিতরাত তথা আল্লাহ প্রদত্ত্ব দীনের ওপর ছাড়া জন্মগ্রহণ করে না। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী হিসেবে গড়ে তোলে..." (মুসলিম, সহীহ, ১৯৯৪: ১৭২)। এ কারণে মুসলিমদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওইসব মানুষদের আল্লাহর পথে তথা দীনে ফিতরাতের পথে আহবান জানানোর জন্য। এ ক্ষেত্রে তাদের কী পদ্ধতিতে আহবান করা হবে সেটিও বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"আপনার প্রতিপালকের পথে আহবান করুন হিকমাহ তথা প্রজ্ঞা দ্বারা, সুন্দর নসিহতের দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন (দা'ওয়ার ক্ষেত্রে) উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই তার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদেরকে যারা সঠিক পথে রয়েছে" (আল-কুরআন, ১৬:১২৫)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রিয় নবীকে নির্দেশ করেন,

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَأَنذِرْ

"হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন" (আল-কুরআন, ৭৪: ১, ২)। এছাড়া বহু আয়াতে নানাভাবে দা'ওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন উম্মতে মুহাম্মদীর গুরুদায়িত্ব থাকবে মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানানো। কারণ এ দায়িত্বের মধ্য দিয়ে এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

দা'ওয়ার পদ্ধতিসমূহ

আল-কুরআনের সূরা আন-নাহলের ১২৫ থেকে ১২৮ নং পর্যন্ত চারটি আয়াতকে ইসলামী দা'ওয়ার সংবিধান বলা হয়। এ আয়াতগুলোতে দাওয়ার পাঁচটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হল ঃ ১.

আল-হিকমাহ (الحكمة) তথা প্রজ্ঞার মাধ্যমে : হিকমাহ শব্দটি কুরআন মাজিদে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসির হিকমাহ-এর অর্থ নিয়েছেন কুরআন, কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহ। আবার কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে বিশুদ্ধ ও মজবুত সহীহ কথাকে হিকমাহ বলা হয়। ২. আল-মাওয়েযা আল-হাসানাহ (الموعظة الحسنة) তথা সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে : (موعظة-وعظ)-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। উদাহরণ ঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা করা। (الحسنة)- এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই; কেবল তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন। موعظة- শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকর ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমান বোধ করে। এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য حسنة শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ দা'ওয়াত দেয়ার সময় দু'টি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক. প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই. সদুপদেশ। এ দু'টিই মূলত দা'ওয়াতের পদ্ধতি। কিন্তু কখনও কখনও দা'য়ীর বিপক্ষকে যুক্তি-তর্কে নামাতে হয়। তাই কীভাবে সেটা করতে হবে তাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। ৩. আল-মুজাদালা বিল আহসান (المجادلة بالاحسن) তথা উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্কের মাধ্যমে ঃ جادل শব্দটি مجادلة ধাতূ থেকে উদ্ভূত। مجادلة বলে ১২৫ নং আয়াতে তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। আর احسن- এর অর্থ এই যে, যদি দা'ওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও নমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কেবল মুসলিমদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়, আহলে কিতাবদের সঙ্গে বিতর্কের ক্ষেত্রেও কুরআন একই শিক্ষা দেয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না; কিন্তু উত্তম পন্থায়...'(আল-কুরআন, ২৯:৪৬)। ৪. আল-মুয়াকাবা (المعاقبة) তথা প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে ঃ وان عاقبتم বলে ১২৬ নং আয়াতে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দানকারীদেরকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ করা হয়েছে; কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু যুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশি হতে পারবে না। ৫. আস-সবর (الصبر) তথা ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে ঃ ১২৬ নং আয়াতেরই শেষ দিকে ও ১২৭ নং আয়াতে আবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে; কিন্তু সবর করা তথা ধৈর্য্যধারণই উত্তম। ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবীর (রাঃ) শাহাদাত বরণ ও হামযা (রাঃ)-এর মৃতদেহের নাক-কান কর্তনের ঘটনা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুবই মর্মাহত হলেন। আনসারগণ বললেন, আমরা যদি তাদের ওপর জয়লাভ করি তবে তাদেরকে দেখিয়ে দেব। তারপর যখন মক্কা বিজয়ের দিন আসল, তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন- 'আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি

অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করলে ধৈর্য্যশীলদের জন্য সেটা অবশ্যই উত্তম। আর আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, আপনার ধৈর্য্য তো আল্লাহরই সাহায্যে...' (কুরআনুল কারীম, ২০১৬ : ১৪৬১-৬৩)।

কুরআনে দা'ওয়ার পাঁচটি পদ্ধতির কথা বলা হলেও এর মূলনীতি কিন্তু দু'টি। ১. হিকমত ও ২. উপদেশ। জ্ঞানী ও বিশেষ শ্রেণির বা সাধারণ মানুষ, সবার ক্ষেত্রে দা'ওয়ার এ দুটি মূলনীতি। এর বাইরে যদি কারও সঙ্গে বিতর্ক প্রয়োজন হয়, তবে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করা যাবে (শফি, ২০১০: ৭৬২)। দা'ওয়ার আরেকটি পদ্ধতি দান-অনুদান। যেমন- যাকাত পাওয়ার উপযুক্তদের মধ্যে মুআল্লাফাতে কুলুব বা দীনের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের যাকাত তথা দান-সদকা করার বিধান ছিল। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

"যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ তথা মন জয়ের প্রয়োজন তাদের হক..." (আল-কুরআন, ৯:৬০)। অবশ্য মুআল্লাফাতুল কুলুব বা মন জয়ের উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থদান রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও প্রয়োজন হলে মন জয় তথা দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। আল্লাহর নির্দেশিত এসব পদ্ধতি যেহেতু ব্যাপকার্থক, সেহেতু এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দ্বীনের পথে মানুষকে আহবান করে যাচ্ছেন বিভিন্ন সেক্টরের দায়ীরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পদ্ধতি– পড়ানো-শিক্ষকতা, বই-পুস্তক রচনা ও লেখালেখি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও ওয়াজ মাহফিল আয়োজন, বহস বা মুখোমুখি বিতর্ক, রেডিও-টিভি প্রোগ্রাম, বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইউটিউবসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে, নিজে ধর্মের অনুসরণের মাধ্যমে, উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে, সর্বোপরি হিকমাহ প্রয়োগ করে যেখানে যেভাবে দা'ওয়াহ ফলপ্রসূ হয় তার ভিত্তিতে দা'ওয়াত দেয়া। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে গোপনে এবং একান্ত নিকটজনদের মধ্যে দা'ওয়া কার্যক্রম চালান। একেবারে নতুন পরিবেশে প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর মানুষের মনস্তাত্তিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে হিকমতের দাবিও তাই ছিল। সেটিই ছিল পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার তথা তাবলীগের প্রথম ধাপ (শফী, ২০০৭: ৩৫)। সুসংবাদ দেয়া ও সতর্ক করার মাধ্যমে দীনের দা'ওয়ার পদ্ধতি বেছে নিয়েছে উপমহাদেশে উদ্ভূত তাবলীগ জামা'আত।

তাবলীগ জামা'আত

এ যাবত দা'ওয়া ও তাবলীগের যেসব পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মনিষীগণ, তার মধ্যে উপমহাদেশে উদ্ভূত তাবলীগ জামা'আত ব্যতিক্রমী ও ফলপ্রসূ একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। বর্তমান বিশ্বে যে সকল ইসলামী সংস্কার আন্দোলন পরিচিতি পেয়েছে ও সর্বস্তরের মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে তার মধ্যে তাবলীগ জামা'আত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কারণ শাহ ওয়ালিউল্লাহর সংস্কার আন্দোলন, স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন থেকে হাজী

শরীয়তউল্ল্যাহর ফরায়েজী আন্দোলন, এমনকি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের ওহাবী আন্দোলন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলো রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক সীমানার পরিধি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়নি। অথচ তাবলীগী আন্দোলন ব্যতিক্রমভাবে অঞ্চলের, রাষ্ট্রের, উপমহাদেশের এবং মহাদেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে (আখতার, ২০০৬)। বৃটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লির উপকণ্ঠে মেওয়াত অঞ্চলে তাবলীগ জামা'আতের কাজ শুরু হয় ১৯২০ সালে। দেওবন্দী ভাবধারার আলেম ইলিয়াস কান্ধলবীর হাত ধরে তাবলীগ জামা'আতের সূচনা। হযরত ইলিয়াস ভারতের মেওয়াতে ১৩০৩ হিজরিতে (১৮৮৫/৮৬ খ্রিস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন (নদবি, ২০১৭: ৫১)। তিনি 'তাহরিকুছ ছলাত' বা নামাজ আন্দোলন নামে ঈমান ও আমলের এই দা'ওয়াতী কার্যক্রমের সূচনা করেন ১৯২০ সালে (গনী, ২০১৯: ৮)। তাবলীগ জামা'আতের উসূল বা মূলনীতি ছয়টি যথাঃ কালিমা, নামাজ, ইলম ও জিকির, ইকরামুল মুসলিমিন, সহীহ নিয়ত ও তাবলীগ। এছাড়া দৈনিক সকাল-বিকাল তালিম ও গাশ্ত (ফার্সি শব্দ গাশ্ত অর্থ ঘোরাফেরা করা, তাবলীগে মানুষকে দা'ওয়াতের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বের হওয়াকে গাশ্ত বলা হয়), সাপ্তাহিক শবগুজারী ও মাসিক তিন দিনের জন্য জামাতে যাওয়া, বছরে এক চিল্লা এবং জীবনে অন্তত একবার এক সাল বা গোটা বছর তাবলীগের কাজে বাইরে থাকার পদ্ধতির মাধ্যমে গোটা জীবন দা'ওয়াতের কাজে জড়িত থাকার বিরল এক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে দা'ওয়াতী কাফেলাটি। তাবলীগ জামা'আতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আন্দোলনটির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেন, "আমাদের এই আন্দোলনের আসল মকছুদ বা উদ্দেশ্য মুসলমানকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা দেওয়া যাহা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিয়া আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইসলামের পূর্ণ ইলমি ও আমলি নিজাম উম্মতের মধ্যে পুনর্জীবিত করা। ইহা তো আমাদের আসল উদ্দেশ্য; বাকি রহিল তাবলীগি কাফেলার ঘুরাফেরা ও 'গাশ্ত' করা, ইহা ঐ উদ্দেশ্য সাধনের প্রাথমিক উপায়। কালেমা, নামাজের তালীম ও তালকীন আমাদের পূর্ণ পাঠ্য-তালিকার ক,খ,গ মাত্র (নোমানী, ১৯৯৬: ১৮)। তাবলীগ সম্পর্কে হযরতজী ইলিয়াস (রহ.) আরও বলেন, "আমাদের এই তাবলীগি আন্দোলন দ্বীনি তালিম ও তরবিয়ত বিস্তার করিবার ও দ্বীনি জিন্দেগি প্রচার করিবার আন্দোলন। ইহার যে সমস্ত উসুল আছে উহাদের যথাযথ পালনের মধ্যেই ইহার কৃতকার্যতার ভেদ (গুরুতত্ত্ব) নিহিত আছে। এই উসুল সমূহের মধ্যে এক উসুল এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যে শ্রেণির যে হক আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট করিয়া দিয়েছেন তাহা আদায় করতঃ এই দা'ওয়াতকে তাহাদের সামনে পেশ করিতে হইবে" (প্রাগুক্ত: ৭৭)।

অনেক মুসলিম মনে করে থাকেন যে তাবলীগ জামা'আত তো ঈমানদার তথা মুসলিমদের উদ্দেশ্যে দা'ওয়াতের কাজ করে থাকে, তাই এর আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। বস্তুত, তাবলীগ জামা'আত মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে ঈমান ও আমলের দা'ওয়াত দিয়ে থাকে। প্রতি বছর ভিন্ন ধর্মী মানুষদের ঈমানের পথে আহবানের উদ্দেশ্যে বিশ্বের অমুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে হাজার হাজার জামা'আত পাঠানো হয়। এছাড়া ঈমানদারকে ঈমানের দা'ওয়াত দেওয়ার দেয়ার গুরুত্ব আল্লাহর এ নির্দেশ থেকে স্পষ্ট ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের প্রতি....." (আল-কুরআন: ৪:১৩৬)। ফলে অমুসলিমদের মুসলিম এবং নামের মুসলিমকে সত্যিকারের মুসলিম বানানো এ দা'ওয়াতের মাধ্যমেই সম্ভব। তাবলীগ জামা'আত নামে পরিচিতি পাওয়া এ কাজ বিশ্বজুড়ে এত বেশি সমাদৃত হয়েছে যে, অনেকের কাছে খোদ তাবলীগ জামা'আত ও দা'ওয়া সমার্থক হয়ে পড়েছে। উপমহাদেশ থেকে আরব, এশিয়া থেকে আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা সব দেশের মুসলিম মানসে নাড়া দিতে পেরেছে ইসলাম প্রচারের পদ্ধতিটি। এর একমাত্র কারণ তাদের খুলুসিয়্যাত বা একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর রাজিখুশির জন্য নিজের পয়সা খরচ করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে দ্বীনের পথে আহ্বানের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ। এ কারণে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তাবলিগ জামা'আত। শ্রেণী-পেশা নির্বিশেষে সব বয়সী মুসলিমদের অংশগ্রহণ রয়েছে দ্বীনি আধ্যাত্মিক আন্দোলনটিতে।

এখানে উল্লেখ্য যে, যাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া হবে তাদের ওপর ভিত্তি করে দা'ওয়া দুই প্রকার ঃ এক. আদ-দা'ওয়াতুল খুসুসিয়্যাহ (الدعوة الخصوصية), খাস বা কোন ব্যক্তিকে টার্গেট করে দা'ওয়া। এটি পরস্পরের কথোপকথন, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে হতে পারে এবং এতে গোটা জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করতে হয় না। দুই. আদ-দাওয়াতুল আম্মা (الدعوة العامة), আম বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত দা'ওয়া। ওয়াজ নসিহত, বক্তৃতা, লেখালেখি, রেডিও, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে এ প্রকারের দা'ওয়া দেয়া হয়। আবার উদ্যোগগত দিক থেকেও দা'ওয়া দুই প্রকার। এক. ব্যক্তিগত দা'ওয়া (الدعوة الفردية), এটি কোন ব্যক্তির উদ্যোগে হয়ে থাকে। দুই. সমষ্টিগত দা'ওয়া (الدعوة الاجتماعية), এটি হল কোনো সংস্থা, সমিতি বা সংগঠন কর্তৃক দা'ওয়া (আন্ওয়ারী, ২০০৩: ১৯-২০)। সমষ্টিগত দা'ওয়া সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশও রয়েছে কুরআনে (আল-কোরআন, ৩:১০৪ ও ১১০)। তাবলীগ জামা'আত এমন একটি দা'ওয়াতী কাফেলা যারা উল্লিখিত সবগুলো পদ্ধতিতে দা'ওয়াতের কাজ করে থাকে।

তাবলীগ জামা'আতের সংস্কার ঃ কিছু প্রস্তাবনা

তাবলীগ জামা'আতের সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পক্ষ থেকে নানামূখী সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে। ভিন্ন ধর্মের লোকেরা ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজের বিরোধিতা করবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আগের নবী-রাসূলগণের (আঃ) সময়ের বিরোধিতার বিষয়টি বাদ দিলেও খোদ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগে তিনি কেমন বিরোধিতার মুখে পড়েছেন, তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। খোদ মুসলিমদের বিভিন্ন পক্ষ থেকেও সূচনা থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত তাবলীগের বিভিন্ন বিরোধিতা ও সমালোচনা এসেছে এবং তাবলীগের পক্ষ থেকে সেগুলোর জবাবও দেয়া হয়েছে। তাবলীগ জামা'আতের সফলতার পাল্লা অনেক ভারী হওয়ার কারণে ছোটখাট ভুলত্রুটি সফলতার পেছনে ঢাকা

পড়ে গেছে। তবে সাম্প্রতিক তাবলীগ জামাআতের শীর্ষ মুরুব্বিদের মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হয়েছে এবং ২০১৭ ও ২০১৮ সাল থেকে তাবলীগের ইজতেমা আয়োজনকে সামনে রেখে তাদের মধ্যকার মতান্তর সামনে এসেছে এবং এতে করে বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াতের কাজে বিরূপ প্রভাব পড়েছে ও পড়ছে। এ অবস্থায় দ্বীনি দা'ওয়াতের ফলপ্রসূ কাজটিকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য ফলপ্রসূ করার জন্য কিছু সংস্কার দরকার।

জ্ঞানের গুরুত্ব বাড়ানো

তাবলীগ **জামা'আত** আমলের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী ভূমিকা রাখলেও ইলম তথা দ্বীনি জ্ঞানার্জনের দিকে উৎসাহ দেয়ার ক্ষেত্রে এতে ঘাটতি রয়েছে। অবশ্য সাধারণ মানুষদের লক্ষ্য করে দা'ওয়াতী কাজটি চালু করা হলেও যেহেতু তাবলীগে সময় দেয়া মানুষ যথাসম্ভব দা'ওয়াতের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং সময় পেলেই তাবলীগে যান তাই বছরের পর বছর নিজেদের উজাড় করে দেয়া মানুষগুলোকে দ্বীনের জ্ঞান শেখানোর সুযোগটি কাজে লাগানো দরকার। কারণ জ্ঞানহীন ইবাদতকারীর চেয়ে জ্ঞানী ইবাদতকারী অনেক উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

عن ابن عبَّاس رض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشدُّ علي شيطان من الف عابد

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, একজন ফকীহ (আলেম/সূক্ষ্ম জ্ঞানী) শয়তানের মোকাবেলায় হাজার আবেদ অপেক্ষাও মারাত্মক" (ফয়জুল্লাহ, ২০০৭: ১৭৮)। আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ....

"বলুন যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান" (আল-কুরআন, ৩৯:৯)। এর বাইরে কালামুল্লাহর বহু আয়াত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অসংখ্য হাদিসে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার ওপর জোর দিয়েছেন। যেমনঃ মুয়াজ বিন জাবালকে (রাঃ) ইয়েমেনের শাসক করে পাঠানোর সময় আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার কাছে জানতে চেয়েছেন তুমি কিভাবে রায় দেবে, যখন কোন বিষয়ে তোমার কাছে রায় চাওয়া হবে? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রায় দেব। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, যদি কোরআনে সেটা না পাও? জবাবে মুয়াজ বললেন, আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সুন্নাত দেখে। নবীজী (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন তাতেও যদি না পাও? তখন তিনি বললেন আমি গবেষণা করে সমাধান বের করব। এতে আল্লাহর হাবীব খুশি হয়ে তার বুকে থাপ্পড় দিলেন ও দোয়া করলেন (আবু দাউদ, আস-সুনান, ১৯৯৭: ৪৪৯)। তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস ইলম তথা জ্ঞানার্জনের প্রতি বিশেষ জোর দিতেন। তাবলীগ জামা'আতের ছয় উসুলের তিন নম্বরটিই ইলম ও জিকির। অর্থাৎ ঈমান ও নামাজের পরই তিনি জ্ঞানকে স্থান দিয়েছেন। উপমহাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর অনেক অবদান ছিল। এ কারণে হযরত ইলিয়াস তাকে অনুসরণ করতেন। একবার মাওলানা ইলিয়াস বলেন, থানভী অনেক বড়

কাজ করেছেন। আমার মন চায় শিক্ষা তো হবে হযরত থানভীর; কিন্তু তাবলীগের পদ্ধতি হবে আমার (মাহমুদ, ২০১৪: ১৭)। যেহেতু তাবলীগে সময় দেয়া ও বাস্তব জীবনে আমলের ওপর চলা মানুষদের কাছে অনেকেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় জানতে চান এবং তারা অনেক ক্ষেত্রে জবাবও দিতে বাধ্য হন, তাই ইলমের বিষয়ে জোর দেয়া প্রয়োজন। জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে হজরতজী ইলিয়াস (রহ.) বলেন, "আপনারা যদি তাবলীগি কাজের সহিত দ্বীনের ইলম ও আল্লাহর জিকিরের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেন তাহা হইলে আপনাদের ঘুরাফিরা, চেষ্টা চরিত ও কষ্ট মেহনত সমস্তই বেকার হইবে। ধরিয়া লউন যে, এই ইলম ও জিকির দুই বাহু যাহা ব্যতীত তাবলীগি আকাশে কেহ উড়িতে পারিবে না; বরং বিশেষ ভয় ও সংশয়ের কথা যে, ইলম ও জিকির হইতে গাফেল হইলে এই চেষ্টা চরিত ও কষ্ট মেহনত, ফেৎনা ও গোমরাহীর এক নতুন দরওয়াজায় পরিণত হইবে। দ্বীনের ইলম না হইলে ইসলাম ও ঈমান শুধুমাত্র নাম রছমে পর্যবসিত হইবে। আবার আল্লাহর জিকির ব্যতীত ইলম হইলেও তাহা কেবল অন্ধকার (জুলমত) হইবে" (নোমানী, ১৯৯৬: ২৩)। অন্যত্র তিনি বলেন, "আমাদের তাবলীগে ইলম ও জিকিরকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ইলম ব্যতীত আমলও হইতে পারে না এবং আমলের জ্ঞান বা পরিচয়ও হইতে পারে না। আবার জিকির ব্যতীত আমল অন্ধকারই অন্ধকার, ইহাতে নুর আসিতে পারে না। কিন্তু আমাদের কর্মীদের মধ্যে ইহার অভাব" (প্রাগুক্ত: ২৯)। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইলম তথা জ্ঞানের সেই অভাব, জ্ঞানকে প্রাধান্য না দেয়ার বিষয়টি তাবলীগ জামা'আত থেকে এখনও দূর করা যায়নি।

যুগোপযোগী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দিয়েছেন হিকমাহ তথা প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর পথে আহ্বান করার জন্য। এর অর্থ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক সরঞ্জামাদি যেমনঃ মাইক, সাউন্ড সিস্টেম, অডিও-ভিডিও, এমনকি ফেসবুক, ইউটিউব ও টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কাজে লাগিয়ে দ্বীনের দা'ওয়াতকে ত্বরান্বিত করা হবে। কিন্তু তাবলীগ জামাতে এখন পর্যন্ত এগুলো বরং কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়।

অন্যদের সঙ্গে মেশা

নিজেদেরই একমাত্র দ্বীনের দা'ওয়াত দেয়া জামা'আত ও শ্রেষ্ঠ জামা'আত মনে করায় তাবলীগের সাথীদেও মধ্যে এক ধরনের অহঙ্কার থাকা অস্বাভাবিক নয়। ফলে অন্যান্য পদ্ধতিতে কাজ করা দায়ীদের সঙ্গে মেশা ও তাদের প্রোগ্রামে যাওয়া, তাদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার নজির কম। তাবলীগ দ্বীনি দা'ওয়াতের হাজারো পদ্ধতির মধ্যে মাত্রই এক শতাব্দী পার না করা একটি পদ্ধতি, এমন বোধ ও জ্ঞানের চর্চায় জোর দেয়া হলে তাবলীগের গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়বে।

আলিম সমাজ

আলিম সমাজ তথা উলামাদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 'অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুস্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই (উলামা) কেবল তাকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়' (আল-কুরআন, ৩৫:২৮)। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হল

আল্লাহর দেয়া বিধি-নিষেধ আলিমরা মেনে চলেন এবং তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেটি তারা পালন করেন। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'আর আলিমগণ হচ্ছেন নবীগণের ওয়ারিস' (আততাবরিযী, ২০০৭: ৫৭, ৫৮)। আলিম সমাজকে উত্তরসূরী নির্বাচন করার দু'টি ফায়দা রয়েছে। এক. নবীর সঙ্গে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষার বর্ণনা করতে পারেন উলামারা, যেমনটি মৃতব্যক্তির সম্পদ পাওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে মৃতের সন্তান, নাতি ইত্যাদির সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বলতে হয়। আর উলামাদের এই ধারাবাহিকতা হচ্ছে তাদের অর্জিত জ্ঞানের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছানো। দুই. যে ব্যক্তির উত্তরসূরী হয় সেই মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুরিস'। নিয়ম হল যে ওয়ারিস হবে সে মুরিসের সকল বিষয়ের মধ্যে ওয়ারিস হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যত কাজ রেখে গেছেন, আলিম সমাজ তাঁর সব কাজের ওয়ারিস। তাবলীগেরও ওয়ারিস, তাযকিয়ারও ওয়ারিস, তালিমে কুরআনেরও ওয়ারিস, তালিমে সুন্নাহরও ওয়ারিস (হক, ২০১৮: ৬-৮)। এর মধ্যে তাবলীগ তথা দ্বীন প্রচার অর্থাৎ বান্দাকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে দেয়ার নবীগণের (আঃ) মূল কাজটির দায়িত্ব প্রধানত উলামাদের দেয়া হয়েছে। আলিম সমাজ কাজটির আঞ্জামও দিচ্ছেন। গণ মানুষের মধ্যে দ্বীন চর্চা ছড়িয়ে দিতে দেওবন্দি ধারার আলিমদের মূল মারকাজ দেওবন্দ থেকেই উত্থিত হয় দা'ওয়াত ও তাবলীগ জামা'আত । বিংশ শতাব্দীর ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাধক মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র (ইসলাম, ২০১৬: ৫)।

আলিম সমাজের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে মানুষকে ঈমানের দা'ওয়াত দেয়া এবং ভালো কাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করা এবং দ্বীনী জ্ঞানের প্রসারে ব্যস্ত থাকা। আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) জীবদ্দশায় যেমন ঈমান এনে প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের পর সাহাবীদের (রাঃ) বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের কাছে দ্বীনের দা'ওয়াত এবং জ্ঞান প্রসারের জন্য পাঠানো হয়, তেমনি তাঁর (সা.) মৃত্যুর পর বিদ্বান সাহাবীরা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েন দ্বীনের দা'ওয়াত নিয়ে। সেই সিলসিলা এখনও জারি আছে। যত ধরনের দা'ওয়াতের কাজ চালু আছে বর্তমান বিশ্বে, তার সবগুলোর পেছনেই আলিম সমাজের সরাসরি উদ্যোগ, পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা রয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত আলিমরা নিজেদের মতের বাইরের কাউকে সহ্য করতে পারেন না। আবার নিজেদের ধারার মধ্যেও একজনের সঙ্গে অন্যজনের মতের মিল না হলে তার বিরুদ্ধে এমন কঠোর হন যে, ঈমানের মতো মহা নেয়ামতপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলের (সাঃ) অনুসারী হিসেবে তারা পরস্পর পরস্পরের সহযোগী সেটি বোঝার উপায় থাকে না। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলের (সাঃ) সহচরদের বিষয়ে বলেন, 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল...' (আল-কুরআন, ৪৮:২৯)।

কিন্তু আলিম সমাজ নবীগণের (আ.) ওয়ারিস হয়ে পারস্পরিক সহানুভূতিশীল না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক শত্রুতা কীভাবে পোষণ করতে পারেন! আলিম সমাজকে বস্তুত মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্য এবং যাতে রাসূল

সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য' (আল-কুরআন, ২:১৪৩)। এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকে امة وسطا বলে সম্বোধন করা হয়েছে। وسطا শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) عدل শব্দ দ্বারা وسط শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। যার অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। আবার وسط শব্দের অর্থ হয় মধ্যবর্তী, মধ্যপন্থী (কুরআনুল কারীম, ২০১৬: ১৩৪)। কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে' (আল-কুরআন, ৭:১৮১)। এখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য আলোচিত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তি স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানি গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশঙ্কা নেই (কুরআনুল কারীম, ২০১৬: ১৩৫)। আলিম সমাজকে মনে রাখতে হবে, যখন কোন বিষয়ে মতানৈক্য হয়, তখন সেটির সমাধান করতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট...' (আল-কুরআন, ৪:৫৯)। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন। আবার সাহাবীদের ভিন্ন ভিন্ন আমলকে একইসঙ্গে অনুমোদনও করেছেন, এমন নজির অনেক। সুতরাং যে কেউ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে চললে তার বিরোধিতা না করে পক্ষাবলম্বন করাই হতে হবে আলিম সমাজের দায়িত্ব। মুস্তাহাব বিষয়ে মতানৈক্য করা যাবে না। কারণ ঐক্যবদ্ধ থাকাকে ফরজ করে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

উপসংহার

দা'ওয়াতের যে কোন কর্মপদ্ধতিতে জ্ঞান-গবেষণা ও যুগোপযোগী কর্মপন্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোরআন ও হাদিস তাই শিক্ষা দেয়। কেবল দ্বীনেরই নয়, যে কোন কাজের ফলপ্রসূতা, দীর্ঘমেয়াদী ও উপকারী হচ্ছে কিনা, তা গবেষণা করে দেখার বিকল্প নেই। তাবলীগ জামা'আত ও আলিম সমাজ দা'ওয়াতের প্রসার, সমাজ সংস্কার ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আরও জোরদার ভূমিকা নেবে, নতুন নতুন প্রযুক্তি নির্ভর কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে আরও দৃঢ়ভাবে দা'ওয়াতের প্রসার ঘটাবে, তাই সময়ের দাবি। কারণ আলিমরা যেমন নবীর ওয়ারিস, তেমনি দায়ীরা হলেন কুরআনের ভাষায় সর্বোত্তম আহবানকারী (আল-কুরআন, ৪১:৩৩)।

সহায়কপঞ্জি

আল-কুরআন: অনুবাদের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), মদিনা, সৌদি আরব এর অনুসরণ করা হয়েছে।

আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ আল-বাগাভী, *মাআলিমুত তানজীল (তাফসীরে বাগাভী)*, চতুর্থ খণ্ড, রিয়াদ : দারে তিবাহ, ১৪১১/১৯৯০, পৃ. ২৮৪।

ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অনুচ্ছেদ : কতিপয় মিথ্যুক বের না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭ পৃ. ৫৪৪।

ইবন মানযুর আল-আফরীকী, *লিসানুল আরব*, বৈরুত, লেবানন, ১৯৫৬।

ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: বিচার, অনুচ্ছেদ: ফায়সালার ব্যাপারে ইজতিহাদ করা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭, পৃ. ৪৪৯।

ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহ্ইয়া আন-নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ১৪২।

ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: তাকদীর, অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক নবজাতক নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৯৪, পৃ. ১৭২।

এ.কে.এম ফজলুর রহমান মুনশী, *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাবলীগ*, দৈনিক ইনকিলাব, ঈদে মিলাদুন্নবী সংখ্যা, ২১ নভেম্বর, ২০১৮, পৃ. ৯।

ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব আততাবরিযী, *মিশকাত আল-মাসাবীহ*, ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ২০০৭, পৃ. ৫৭, ৫৮।

কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), মদিনা: বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ সংস্থা, ১ম খণ্ড, ১৪৩৭/২০১৬, পৃ. ১৪৬১-৬৩।

কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), মদিনা: বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ সংস্থা, ১ম খণ্ড, ১৪৩৭/২০১৬, পৃ. ১৩৪।

ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামী দা'ওয়া ও তাবলীগ জামা'আত : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬, পৃ. ২৬।

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি), ২০০৩, পৃ. ১৯-২০।

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াহ: স্বরূপ ও প্রয়োগ*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৯।

ডক্টর সিরাজুল হক ও অন্যান্য, *আল-কুরআনুল করীম*, ৩৬তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, টিকা নং ১৭৭, পৃ. ৬৬।

মাওলানা মনজুর নোমানী, *মালফুজাত, মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ)-এর নীতি কথা*, ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯৬, পৃ. ১৮।

প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

মুফতি মুহাম্মদ শফি, *তাফসির মাআরেফুল কোরআন*, খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদিনা: ১৪৩১/২০১০, পৃ. ৭৬২।

মুফতি ফয়জুল্লাহ, *ফয়জুল কালাম*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ১৭৮।

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *তাবলীগ জামা'আত : ঈমানী আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা: ২০০৬।

মুফতি মনসুরুল হক, *দা'ওয়াত ও তাবলীগের নীতি ও আদর্শ*, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৬-৮।

মুফতি মুহাম্মদ শফী, *সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৩৫।

মাওলানা মুনীরুল ইসলাম, *তাবলীগের কাজে আলেমদের অবদান*, দৈনিক সমকাল, ১৫ জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৫।

মাওলানা মনজুর নোমানী, *মালফুজাত, মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ)-এর নীতি কথা*, ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯৬, পৃ. ২৩।

প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

শাহরিয়ার মাহমুদ, *দা'ওয়াতের মেহনত ও তাবলীগের মুরুব্বিদের ভারসাম্যপূর্ণ আমল*, ঢাকা: ইনসাফ প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ১৭।

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী, *দা'ওয়াত, তাবলীগ ও বিশ্ব ইজতেমা*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ৮।

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবি, *মাওলানা ইলিয়াস রহ. এবং দা'ওয়াত ও তাবলীগ*, ঢাকা: মুস্তাখাব প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ. ৫১।

Kashif Muhammad, *Repositioning the Service Worker: An Islamic Dawah Based Perspective*, Proceeding of the International Seminar and Conference 2015: The Golden Triangle (Indonesia-India-Tiongkok) Interrelations in Religion, Science, Culture, and Economic. University of Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia. August 28-30, 2015. Paper No. D.3

Hanswehr, *Dictionary of Modern Written Arabic*, Newyork, 1976, page- 283